# কল্লোল

শ্রীচণ্ডী চরণ ভঞ্জ ।

১৩৩৯ ।

প্রকাশক—
শ্রীবিভূতি ভূষণ ভঞ্জ
৬৮, শালিমার রোড,
হাওড়া।

প্রথম সংস্করণ
১৩৩৯

শ্রীসুশীল চন্দ্র দাশ গুপ্ত
কর্ত্তৃক
৫নং, মুসলমানপাড়া লেন,
সুলেখা প্রেসে
মুদ্রিত।

পরমারাধ্য

পিতৃদেবের শ্রীচরণে—

উৎসর্গ করিলাম।

—চণ্ডীচরণ—

উপহার

কল্লোলে যে সমস্ত রচনা প্রকাশ করা হইল তাহার অধিকাংশগুলিই গান, সুরে বসান। এই কারণে কোন কোন পদে ছন্দের বাঁধুনি নাই। তৎসত্ত্বেও এগুলিকে গীতি-কবিতা রূপে পাঠ করা যাইতে পারে।

শ্রীচণ্ডীচরণ ভঞ্জ।

[ শালিমার। ]

# কল্লোল

[ ১ ]

গানের সুরে তরি আমার
ভাসিয়ে দিলাম কোন সে দূরে,
কিজানি কোথায় ভেসে যাবে
ভিড়বে সে কোন অচিন পারে।
কারোর বাধা মানে নাকো
কারোর ধার সে ধারে না,
অচিন পারে চলছে শুধু
ভয় কি তা সে জানে না।
সন্ধ্যা দীপের সাথে সাথে—
কুলেতে কুল মেলাতে,
চলবে শুধু চলবে গো,—
জানবে না সে ভিড়তে হবে—
কোন সে অচিন আঁধার পারে।

[ ২ ]

দখিণ হাওয়ায়, মোর—
ভাঙ্গল সাধের ঘুম ;
ঐ শূন্য মাঝে, ফুটল আলোর—
আনন্দ কুসুম।
সাজিয়ে দিল নানা রূপের ডালি,
একেবারে নিঃশেষে করে খালি !
আমায় তুমি ফুলে ফুলে
সাজিয়ে দিলে।

এপার হতে ওপার বেয়ে—
আসছে বাতাস ধেয়ে ধেয়ে,
আসছে তোমার উজাড় করা আনন্দ,
আপন ভোলা চঞ্চল বসন্ত।
তুমি এলে ভাঙ্গল আমার ঘুম
ফুটল আলোর আনন্দ কুসুম।

[ ৩ ]

সব কিছু মোর নিয়ে যায়
পায়ে পায়—
দিনের শেষে
একটি নিবিড় নিমেষে।
শুধু সেদিন, দখিণ হাওয়ায়
বিরহ গান মনকে গাওয়ায়,
ফুলের বাসে;
দিনের শেষে।
ঐ মলয় বাজায়ে যায় বাঁশরী
শাখে শাখে কোকিল ওঠে কুহরি;
শুধু বিদায়ের বাণী
করে কাণা কাণি
লয়ে যায়
পায়ে পায়,
নিদ্রা ঢাকা দেশে
দিনের শেষে

[ ৪ ]

আমার গানের ভেলাটি আজ
হঠাৎ দিলাম খুলে,
সকল কর্ম্ম ভুলে।
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান—
হে মোর দেবতা ভরিয়া দাও এ প্রাণ ;
আমার গানের সুরগুলি ধায়
তোমার চরণ মূলে।
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি,
দেখিয়া লইতে ইচ্ছা করে যে সবি ;
সকল কর্ম্ম ভুলে,—
আমার গানের ভেলাটি আজ
হঠাৎ দিলাম খুলে।

[ ৫ ]

সেদিন তুমি যেতে ছিলে
সাঁঝের অভিসারে,
পথটি তখন ঢেকে ছিল
আব্‌ছা আঁধারে।
সেদিন সবাই ব্যস্ত কাজে
ঘাটের মাঝে, মাঠের মাঝে,
আমার শুধু কাজ ছিল না
ছিলেম বসে বাহির দ্বারে।
তখন তুমি চলে গেলে
পথের বুকে চিহ্ন ফেলে,
কলস তোমার ছিল কাঁকে
মৃদু মৃদু হেলে দুলে।
পাখীরা সব ফিরতেছিল—
কালো দীঘির অপর পারে,
আমার শুধু কাজ ছিল না
ছিলেম ব'সে বাহির দ্বারে।

[ ৬ ]

আজকে আমায় চলতে হবে
অনেক দূরের পথে,
প্রথম যখন বাহির হ'লাম
কেউ ছিল না সাথে।
চলতে চলতে যেথায় গেলাম থামি—
সেই খানেতেই হঠাৎ যে দেখি তুমি!
সেদিন হতে নিলেম বুঝে,
তুমি সদাই বিরাজ কর—
আমার হৃদয় মাঝে।

[ ৭ ]

গান গুলি মোর বিরহীর
আঁখির জল,
দিকে দিকে শিশুর মত
অবিরত
করে কোলাহল।
রূপের নেশায় উঠে মাতি
তাদের খেলার হতে সাথী,
স্রোতের বেগে পথযে হারায়—
উদ্দাম চঞ্চল।
অতীতের গৃহ ছাড়া কত যে বাণী
শূন্য মাঝে করে কানা কানি।
গাঁথবি তোরা কোন সে সুরে
থরে থরে
ওরে ছন্দ-দল
উদ্দাম চঞ্চল।

[ ৮ ]

ওগো ফাল্গুনী

এস তোমায় বরণ করি—
গাহিয়া তোমার আগমনি ;
আম্র শাখায় লতায় পাতায়, -
তোমার পরশ বুলিয়ে দেযায়,
চমক লাগায় মোদের প্রাণে
যেন কিসের সঞ্জিবনী
ওগো ফাল্গুনী ।

[ ৯ ]

বসন্ত আজ সমাগত দ্বারে,—
ছন্দে গানে ভরিয়ে দেছে
হৃদয় উজাড় করে।

আকাশ তলে, জলে স্থলে
ভরিয়ে দেছে ফুলে ফলে ;
তোমার গানিই গাইছে সবে
হৃদয় উজাড় করে।

মধুপরা সব দলে দলে
ফুলের বুকে পড়ছে ঢলে,
গুণ গুণিয়ে গাইছে সবে
তোমার অভিসারে,
হৃদয় উজাড় করে।

[ ১ ]

কে আজি দিল দোলা
আমার ঐ ফুল বাগিচায় ;
ফুলেদের ঘোমটা খুলে
কে ছোটে হায়।
তারা সব ঘুমের ঘোরে ছিল পড়ে,
কেহ ত দেয়নি সাড়া মধুপ্‌রা যে—
গেছে উড়ে ;
অবেলায় কে এসে হায়
কপোলে চুমিয়ে দেয়ায়,
বুঝিবা বার্ত্তা নিয়ে—
ফাগুন সখী ঐ ছুটে যায়।

[ ১১ ]

কত দিন যে ডাক দিয়েছ
আঁখির ঠারে,
"কত জাগরণের বেলায়
( কত ) ঘুমের ঘোরে"
যেদিন আমি সাড়া দিলেম
গানের মালা গেঁথে,
সেদিন তুমি চলে গেলে
আমার সমুখ হ'তে।
কত দুঃখে কাটায়েছি দিন—
তনু আমার হয়েছে ক্ষীণ ;
আঁখি দুটি বেয়ে আমার
পড়েছে জল ঝরে।

[ ১২ ]

ভাসিয়ে দিলেম তরি আমার
সন্ধ্যারি ঐ আব্‌ছায়াতে ;
কি জানি গো ভিড়বে কোথায়
কোথাকার কোন কুলেতে।

সেথাকার সকল পাখী—
যাবে নীড়ে উড়ে উড়ে,
আঁধারের মাঝে দিয়ে তাদের—
কালো ডানা নেড়ে।

ঝিল্লিরা সব করবে মুখর
ধরার উপর বক্ষ পেতে,
নিদ্রা সখী আসবে ছুটে আমার—
মনে প্রলেপ দিতে।



[ ১৩ ]

আমি সব হারায়ে বসেছি
আজ পথেরি পরে,
তোমার কথা স্মরণ করে
হৃদয় গেছে ভোরে।
কতই পথিক গেল চলি·—
তাদের পায়ের চিহ্ন ফেলি ;
আমি শুধু রইলাম পড়ে
পথেরি ধারে
(আমার) চিত্ত যখন তোমার কথায় মাতে—
তখন আমি চলতে থাকি পথে,
অন্তর মোর গোপনে যায় ভোরে।

[ ১৪ ]

তোমারি এই ভুবন মাঝে
লাগি যদি কোন কাজে,
সেই কথাটাই আগে হ'তে
আমার মাঝে আভাস দিও।
যখন প্রভু তোমার ফাঁকে,—
ডুববো আমি ঘূর্ণি পাকে,
সকল কাজই রবে বাকি
আঁধারেতে দেবে ঢাকি,
তখন শুধু আমার মাঝে
একটু আভাস দিও,
প্রভু, একটু আভাস দিও।

[ ১৫ ]

কাহার লাগি আজ বাজাও বাঁশী
ওগো ও দরদী ;
তোমার বাঁশী শুনে ডাকছে ডালে
কোয়েলা ননদী ।

ফুলেরি ঐ মুখ পানে
মধুপরা দৃষ্টি হানে ;
কোথাকার ঐ মাতাল হাওয়ায়—
মেতে ওঠে, জল ভরা নদী ।
ফুলের শাখে ডাকছে আজি
কোয়েলা ননদী ।

[ ১৬ ]

গান দিয়ে আজ করবো বরণ
তোমার চরণ তলে,
আমি, দেখবো তোমার চিত্ত-খানি
গলে কি না আজ গলে।

যেগান আজ গাইবো হেথা,
সেগান তোমার কাছে শেখা।

তোমার যদি চিত্তখানি
ভরে মোর গানে,
আনন্দ রোল উঠবে বেজে
আমারি এ প্রাণে।
তখন পরিয়ে দিও জয়টিকা—
মোর ভালে।

[ ১৭ ]

আজি শুষ্ক পাতার খেলা,
দিকে দিকে—
ঝরিয়া পড়িছে সকলি
একে একে ;
আমি তাই ভাসায়েছি
গানের ভেলা।

ঝরে পড়ে ফোটা ফুল,—
দখিন সমীরে নদী করে কুলুকুল ;
পুষ্পরেণু ছড়ায়ে চারি ধারে,
পথের ধূলির পরে।
আপন সুরে আপনি মেতে
ওদেরে কাঁদায়ে দিয়ে—
ছেড়ে দিলি পথে,
ওরে হিসাব ভোলা।

[ ১৮ ]

আমার ঘুম ভাঙ্গিল
আজি শারদ প্রাতে ;
কাহার তানে কাহার গানে,
আমার ঘুম ভাঙ্গিল
আজি শারদ প্রাতে।

অলি করে গুঞ্জন
ফুলেরি পরে,
কাহার কথা কয়
করুণ সুরে

আমার বীণা খানি বেঁধেনি
ওগো, তাহারি সাথে—
আমার ঘুম ভাঙ্গিল
আজি শারদ প্রাতে

[ ১৯ ]

ডাক দিয়ে যায় ভোরের পাখী
দীঘির ওপারে ;
মিলন গান মনকে গাওয়ায়
চমক লাগে দখিন হাওয়ায়
পাতায় কাঁপন ধরে।
একি হাসি পরাণ বঁধুর,—
অতি সরল অতি মধুর !
তাইত আমার লাগে মনে
আছো যেন কাছের কোনে ;
শুধু কেবল ফুলের বাসে—
আবেশ আমার তোমার আশে
যায় চলে ওই ধারে,
দীঘির ওপারে।

[ ২০ ]

তুমি যে রাঙিয়ে দিলে সবখানে,
ভ্রমর আজ দিল সাড়া
ভরিয়ে দিল গানে গানে।
আকাশের ঐ রঙিণ মুখে,—
চেয়ে আছি অনিমিখে ;
কখন শ্যাম চুপিসাড়ে
রাঙিয়ে দিল সব খানে ।

[ ২১ ]

বসন্ত যে এল আমার ফুলবণে,
ফুলমণিরা বসেছিল দিন গুণে
মৌমাছিদের ভাঙ্গল ঘুম
ফুলের মুখের খেলে চুম,
গুণ গুণিয়ে গেল উড়ে
ব্যথার ভারে পড়ে ঝরে।
কোকিল শাখে ডাকছে হেঁকে
দীঘির কিনারে,
বেউড় বাঁশে লাগলো দোলা
বনের ওপারে।

মাঝে মাঝে হিয়া আকুল প্রায়,—
পরশ পেয়ে চমকে উঠি হায় ;
মধুর গন্ধ ছেয়ে যায় দখিন সমীরণে
বসন্ত যে এল আমার ফুল বনে।

[ ২২ ]

তোমার কথা মোর প্রাণে
নূতন হ'য়ে বাজে
নিত্য সকাল সাঁঝে।
তাই, গানের ভাষায় জানাই তোমার পায়
মলিনতা সব একে একে দূর হ'য়ে যায়।
যেদিন তুমি আপন করে লবে,
সেদিন যে আসবে আমার কবে,
এই কথাটাই বাজে,
নিত্য সকাল সাঁঝে।

[ ২৩ ]

নবীন বরষে মনের হরষে
ঘুরি ফিরি দিবা নিশি,
হাসির প্রদেশে হেসে হেসে হেসে
আপনা বিলায়ে মিশি।
মলয় আনিছে কুসুম গন্ধ
মাতায়ে দিতেছে অবনী।
সারাটি বরষ পূজিব তোমায়
বক্ষে জুড়িয়া পাণি।
"মধুর হাসিটি প্রেমিকের মুখে
সুবাস সুষমা কুসুমের বুকে";
বিরহ নিশিতে মিলন সুর,—
বাজুক তোমার বাঁশী,
আপনা বিলায়ে মিশি।

[ ২৪ ]

মাতাল হাওয়া লাগলো
ফুলের গায় ;
লুটোপুটি খেয়ে তারা
করে হায় হায়
ফুলমণিরা পড়ল ঝরে
কাঙ্গাল হয়ে ধরার পরে ;
রেণুকণা উড়িয়ে নিয়ে, কোন
দিকেতে ধায় ।
মাতাল হাওয়া লাগলো—
ফুলের গায় ।

[ ২৫ ]

এলোরে কে এলোরে
আমার এই আঙিণাতে,
ভাঙ্গা দুয়ার দিয়ে।
বাগানের যত ফুলে—
দিল সব ঘোমটা খুলে,
কাহার কথা কাণে কাণে
গেল তাদের ক'য়ে।
সেফালির ঐ শাখে বসে
বিহগী গায় যে কসে,
আমার প্রাণের প্রতি কথা-
যায় যেন গো গেয়ে।

[ ২৬ ]

দিবা অবসান হ'ল আর
কেন আমায় ধরে রাখা,
এবার আমায় যেতে হবে
সকল ছেড়ে একা একা।

মনের সুখে ভাসিয়ে দেব
আমার সাধের গানের ভেলা,
তার পরে মোর একে একে
ফুরিয়ে যাবে সব ধূলা খেলা।

দিনের কাজে রইনু মিছে
কারোর আমি পেলাম না দেখা,
পারের সম্বল নাইকো কাছে
সবই কেবল মিথ্যা ফাঁকা।

[ ২৭ ]

ভোরের আলো দেখা দিল
আমার সবুজ প্রাঙ্গণে ;
শিশির কণা পড়ল ঢোলে,
ঘুমের ঘোরে আনমনে ।

শীতল শিথিল শিউলি গুলি
আকাশ পানে রয় চেয়ে,
বিচ্ছেদের গান এক সাথে সব
করুণ সুরে যায় গেয়ে ।

বুলবুলি আজ গাছের ডালে
চুলবুলিয়ে ডাক ছাড়ে,
ওধারে ঐ ফিঙে পাখী
দোলায় পাখা বাঁশ ঝাড়ে

পূব গগনে থির নিলিমা
কার তরে যে রয় চেয়ে,
আল্‌তো বাতাস আল্‌পনা দেয়
সবুজ ধানে দোল দিয়ে।

রাখাল ছেলে মাঠের দিকে
তাড়িয়ে গরু যায় চলে,
আবেশ আমার যায় চলে ঐ—
যেথা রঙিণ ঝল্‌-মলে।

[ ২৮ ]

বেলার শেষে কাহার বেণু
বাজায় বাজায়—
করুণ সুরে ;

কান্না হাসির ফুল ফুটায়ে
চলে ধীরে ধীরে,
পথেরি পরে।

এই জনমের রূপের খেলা,
করে দাও শেষ—
ফুরাবে বেলা ;

ভাবনা নিয়ে মরাত মিছে
হয়ে যাক শেষ—
সুখের লীলা।

ফাগুনে তোমার বরণ মালা
সে, গেঁথেছি আমি
পরাবো বলে,

সেদিন তরে বসিয়া আছি,
সাঁঝের আলোয়
বনের তলে।

যাবার বেলা মুখ ফিরায়ে
ছড়াব না পিছু
কান্না আমার ;

চলে যাবো গো অজানা দেশে
ফেলে যাবো জানি
সকল ভার।

[ ২৯ ]

আজ ফাগুনে তোমার অভিসার
তাই খসে পড়ে জীর্ণ পত্র ভার ;
ধূলি তলে পড়ে লুটে
স্বপ্ন মোর যায় টুটে।

তুমি কত রেখে যাও নব আলোক,
তাইত কাঁপিয়া ওঠে সারা ভূলোক,-
দখিন বাতাসে,
ফাগুন নিশ্বাসে।

সারা বনের প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে
শুধু গানের মধুর গুঞ্জনে,
বেলা যে ফুরায়ে যায়
বসি কুঞ্জ বিথকায়।

আবার যেদিন আসিবে ফাগুন
ছড়ায়ে তাহার রূপের আগুন,
অপেক্ষাতে দিবা রাতি—
বসি রব অাঁচল পাতি।

[ ৩০ ]

আমার নয়ন ধুয়ে গেলো
ভোরের বাতাসে ;
বাতাস তখন পূর্ণ ছিল
তোমার নিশ্বাসে।

শিষ দিয়ে যায় পাতার ফাঁকে
ঐ ছাতিমের ডালে,
অরুণের প্রথম আলো ছুঁয়ে গেলো
আমার তপ্ত ভালে।

[ ৩১ ]

দিনের শেষে পথের পাশে
দাঁড়িয়ে আমি একা,
পথটি আজি ফাঁকা

একটি দু'টি পথিক চলে
গল্প-গুজব করে,
পথটি সোজা ধরে।

এই খানেতে অপর দিনে
আসতো দলে দলে,
এই গ্রামেরি ছেলে।

আজকে তারা কোথায় গেলো
আসবে নাকি আর,
কোথা তাদের ঘর

তাদের কথা, আমার প্রাণে
উঠছে আজি ভোরে,
আজ যাব না ঘরে।

তাদের কথা ভাব্‌বো বসে
এই পথের পাশে,
ডুববে রবি শেষে।

মাঠের থেকে গাভীরা আসে
দেখে কিসের ঝোঁকে,
"ড্যাবা ড্যাবা চোখে"।

রাখাল ছেলের বাঁশী বাজে
সুদূর তরু ছায়,
মনটা সেথা ধায়।

একলা হেথা বেড়াব ঘুরে
এই পথের ধারে,
আজ যাবনা ঘরে।

[ ৩২ ]

অচিন বেশে এল আমার দ্বারে,
সে যে অতিথি ফিরিয়ে দেব নারে।

অনিদ্রাতে জাগবো সকল রাতি,
দুয়ার পথে জ্বালিয়ে রেখে বাতি।

যদি আমার চক্ষু ভরে গো ঘুমে,
তুমি আমায় জাগায়ও হস্ত চুমে।

যতই বাধা ছুটে আসুক দ্বারে,
ততই ভয় করবো নাক তারে ;

আমার যদি শক্তিই নাহি থাকে,
তুমি এসে দাঁড়ায়ও আমার ডাকে।

(তাহার) হাতে যে আছে ফুলের ভরা থালি,
পূজিবে তোমায় ঐ চরণে ঢালি।

তুমি নিয়োগো প্রভু, তুমি নিয়োগো,
তোমারি তরে আছে তুমি নিয়োগো।

প্রাতে উঠে দেখি তুমিও আসনি,
আমারেত কই চুমিয়া ডাকনি !

যেথাকার ফুল পড়ে গো তথায়,
অতিথি যে ফেলে চলে গেছে হায়।

[ ৩৩ ]

কোন বনে
নিরজনে,
কাজ ভোলা—
কার বাঁশী ;
বেজে ওঠে
তালে তালে,
হৃদয়টা—
মোর গ্রাসি।
চাঁদ ডাকে
পাপিয়াকে,
ছুটা কথা—
যে কইতে ;
পারবো না
একলাটি,
ঘরে আজ—
যে, রইতে।

মহুয়ার
গন্ধে আজ,
হাওয়া যে
ভরপুর ;
রূপ হীনে
রূপ টানে,
বাজলো যে—
সেই সুর।
ঘরে থাকা
বন্ধ হ'লো,
বন্ধ হ'ল
সব কাজ ;
ফুল জাগে
আলো করে
বাগিচায়,
ওগো আজ।

[ ৩৪ ]

আজ, ফাগুন দিনের সকালে
তোমার গানের ছন্দ-গুলি—
সকল খানে ছড়ালে।
আমার মনের স্বপনে—
এলে তুমি চরণ ফেলে গোপনে ;
যুগে যুগে ঢাকা ছিল
তোমার বুকের আঁচলে।
ছন্দে তোমার তরঙ্গ দল নাচে,
ছন্দে তোমার কিগুণ যে গো আছে।
যতদিন ধরণীর, বুকের মাঝে থাক,
ততদিন, মাধুরিমায় ভরিয়ে দিয়ে রাখ।
আবার, যাবার করুণ গানে—
ভরে যায় অনন্ত গগন,
মুষড়ে পড়ে সারা এই ভুবন ;
মনে হয়, দুঃখ খানি শুধু মোর ভালে,
থুয়ে গেলে ঘুচবে নাকো—
কোন দিন, কোন কালে।

[ ৩৫ ]

দিনের শেষে
যেন কে এসে,
শুনাল মোরে—
হৃদয় পুরে
লুপ্ত দিনের গীতিকা,
ওগো মন হারিকা।
মনের কোণে
ক্ষণে ক্ষণে,
জাগত কত
শত শত,
রঙিণ আভার নেশা।
মোহ মদিরায় মেশা।
অন্য মনে
জানালা কোণে
নীরবে বসিয়া
হেরিয়া হেরিয়া
কতই কথা না কয়েছি :

ফুলে ফুলে
হেলে ছুলে,
কতই প্রশ্ন করেছি,
কেহত কহেনি কথা,
নাড়েনি ত কেহ মাথা।
তবে কি সব শূন্য
তবে কি সব অলিক ?
না, না কেনই বা হবে—
শূন্য অলিক ;
খেয়ালীর বাঁশী
সর্ব্বনাশী,
যখন বাজাবে
চমক লাগাবে,
সব সরে যাবে,
রঙিণ আভার নেশা ;
মোহ মদিরায় মেশা।

[ ৩৬ ]

কোন দেশেতে চলে গেছো
পথের দেখা বন্ধু মোর,
বিদায় দিতে তোমারে যে
এসেছিল নয়নলোর।

নূতন দেশ হ'তে আমায়
পড়বে কি আর মনে,
সেথা তোমায় করছে বরণ
নূতন আলিঙ্গনে।

শূন্য মোর ঘর দুয়ার
তাই কাঁদিগো নিরজনে,
তোমার স্মৃতি জড়িয়ে আছে
ঐ লতা পাতার সনে

একটু খানি পা বাড়ালে
অভাবটা বুঝিয়ে দেয়,
ক্ষণে ক্ষণে মনটা ওগো—
কোথায় যেন ছুটে যায়।*

তুমি সেথায় আছ ভাল
মিশে গেছো সবার সনে,
সেথা তোমার কাটবে বেলা
কইছে মলয় কাণে কাণে

বিদায় সখা বিদায় বন্ধু
বেলা শেষের ক্ষণে,
তুমি এখন নূতন মানুষ
নূতন গৃহ কোণে।

[ ৩৭ ]

ওগো প্রিয়তম,
তোমার পাশে দাঁড়িয়ে তারা—
গাহিবে অনুক্ষণ।
শিউলি ফুলে
দিলে ঢেলে
মৃদু সুধার ধারা,
হয়ে আত্মহারা,
প্রভাতের এই বার্ত্তা শুনে,
গাহিবে তারা—
আপন মনে ;
বিলায়ে দিবে
ধরণীরে—
তাদের সকল মান,
গাহিবে জয়গান।
কোকিল শাখে
ডাকবে হেঁকে,

প্রভাত বার্ত্তা
শুনিয়ে দেবে—
প্রতি অনুটিরে।
সেই সময়ে, ঠায়ে ঠায়ে
সেফালিরা পড়বে ঝ'রে,
তোমার বুকের পরে—
তোমায় সাজাবারে।

[ ৩৮ ]

এস হে নব বরষ—
মধুর হাসিতে ভরিয়া,
সুরে সুরে তরি বাহি
দখিন সমীরে ভাসিয়া।

আমার জীবন উঠিল ভরিয়া
তোমার নব আলো হৃদে জাগিয়া,
শতদল সম ফুটিল পরম হরষে,
অলসতা গেল সরিয়া।

আমি সারাটি বরষ ধরিয়া
প্রেমে প্রাণে গানে ভরিয়া,
তব স্মৃতির পরতে পরতে
সাজাব প্রেমের ডালিয়া।

[ ৩৯ ]

যৌবনেরি প্রথম ভোরে
যেদিন হাওয়া লাগল মোরে,
চমকে গেলাম
আসাদ পেলাম—
বুঝি, তোমার অভিসার।
আমার উপর
দিলে তুমি ভার ;
আমি তাই নিয়ে—
দিকে দিকে
হেঁকে হেঁকে,
একে একে—
যাই ফেলে ভার ;
চিহ্ন তার রয়ে গেছে
চির দিনের তরে।

এখন তারা—

হ'য়ে আত্মহারা,

দাঁড়ায় এসে—

আমার হৃদয় পরে

[ ৪০ ]

তুমি, আমি এক সাথে ত
চল্‌ছিলাম এক পথে,
হঠাৎ কেন পৃথক হ'লে,
মোড় বেঁকে মোর সাথে

হঠাৎ কি মর্জ্জি হ'ল
হঠাৎ কেন এ হ'ল মতি.
তফাৎ হ'য়ে গেলে যে
বিমুখ হ'য়ে আমার প্রতি

দীর্ঘ দিনের ভালবাসা
এবার হল আড়া আড়ি,
দোঁহের ভিতর হ'ল এবার-
সত্যই ত ছাড়াছাড়ি।

তফাৎ থেকেই ফুটবে আঁখি—
দেখতে পাবে তুমি,
ভিতর হতে টান পড়বে
আসবে মস্তক নামি।

যুক্ত ছিলাম আলিঙ্গনে
অভেদ যে ছিলাম মোরা
আজ বিধাতার বিড়ম্বনায়
"চোখের জলে ঝোরা"।

[ ৪১ ]

এই বাদলের ঝরণা ধারায়,
মনটা আমার কোথায় হারায় ;
জানালার পাশে নিরবে বসিয়া—
কেটে যায় মোর এমনি ধারায় ।

ঝাপটাতে মোর সব ভিজে যায়—
মনেই থাকেনা যে জানালা খোলা ;
কখন আঁধারে ছেয়ে যায় দিক,
চেয়ে দেখি ঘরে আছে দীপ জ্বালা ।

তার পর দেখি বাগিচায় মোর-
ফুলগুলি সব ঝরিয়া গিয়াছে,
মাতাল হাওয়া ও বরষা সখী
তাদের শরীরে হাত বুলায়েছে

ছোট ছেলে মেয়ে, সাজি হাতে লয়ে—
আসবে যখন মোর বাগিচায়,
প্রভাত কালেতে ফুলগুলি সব
থাকবে না আর পরশ আশায়।

[ ৪২ ]

মাঝ পথে আজ নামলো বাদল রাণি
বিছিয়ে তাহার ধুসর আঁচল খানি।
        চারিদিকে ঝিম-ঝিমানি জল,
সদাই উঠছে ভোরে কিসে কোলাহল।
স্যাঁতা মাটির গন্ধে হাওয়া যে মাতাল ;
নদী আজ ভীষণ হয়ে তোলে উত্তাল।

মোর চামেলি আজ কিসের ভারে নত,
তুষ্ট হাওয়ায় হয়েছে ক্ষত বিক্ষত।
        মর মরানি হচ্ছে চারিদিক,
নভ মাঝে বিজুরি, করছে চিক্‌মিক।
মোর, আঙিণাতে খেলছে ছেলের দল,
মাতাল হাওয়া করছে কোলাকল।

[ ৪৩ ]

আজ বনের মাঝারে
বারে বারে,
কারা গেয়ে যায় গান !
অফুরান—
থেকে যায় সুর,
বেড়ায় ভেসে দূর হতে দূর।
শূন্যের পরে
যত্ন ভরে—
রেখে দেয় নীরব চুম্বন,
থেকে যায় সে চিরন্তন।
তাইত বন মাঝে বহে বার মাস—
তোমার মধুর নিশ্বাস।
প্রকৃতির নগ্ন বাসনারে
তব আভরণ সাজাবারে,—
ছুটে যায় পুষ্প-বনে :
চারিদিক মেতে উঠে মৃদু গুঞ্জনে।
নীরবে প্রভাত আলো পড়ে,

তাদের আধ খোলা চক্ষু পরে।
তার পর বিছায়ে দেয় ধরণী—
ম্লান ধুসর আঁচল খানি,
দীগন্তের কোলে কোলে টানি।
পাখী উড়ে যায়—
ঠায়ে ঠায়,
তাদের কুলার মাঝে,
সন্ধ্যা পূজার ঘণ্টা তখন বাজে ;
তারাগুলি জ্বলে সাথে সাথে
তাদের আলয় হ'তে।

[ ৪৪ ]

এ ধরণীর বুকে মুক্তি, আমি
শুধু চাই,
অনন্তের মাঝে একটু, খুঁজে
নিতে, ঠাঁই।
সেখান হতে দেখা যাবে—
দূর হতে দূরে দূরান্তরে,
সন্ধ্যার গগনে হংস-বলাকা—
চলে যাবে শূন্যের প্রান্তরে ;—
ঝঞ্ঝার মত মেলে পাখা।
আমার আবেশ ছেড়ে দেব
কোন দূরান্তরে,
"যত অশ্রুজল
যত হিংসা হলাহল"
সব একে একে যাবে সরে।
প্রকৃতির লুকোচুরি খেলা—
সরে যাবে ভাসায়ে ভেলা ;

আমি শুধু এক মনে
গানে গানে—
মরণের উপকূলে
"বিজয় ধ্বজা তুলে",
হয়ে যাব পার,—
ফেলে দিয়ে নিখিলের
হাহাকার।

[ ৪৫ ]

রাতের সাথী ঐ ডেকে যায়
দীপ্ত প্রাণের হর্ষে
আমার প্রাণে লাগলো দোলা
তোমার স্নিগ্ধ স্পর্শে।
যতই ব্যাঘাত আস্থক নব নব,
ততই আঘাত খেয়ে অচল রব :
তন্দ্রা আমার রইবে না আর চক্ষে,
তোমার কথা বাজবে আমার বক্ষে।

তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি—
তুফানের মাঝখানে,
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্যে শূন্যে
রুদ্রের ঐ গানে গানে।
ঝঞ্ঝা ভেদ করি চলিবে গো তরী—
কবে যে হবে এ পার,
কোথায় কোন ঘাটে ভিড়িবে
"সময় ত নাহি শুধাবার"।

চারিদিকে মুক্তির কল্লোল—
শূন্যমাঝে ঘোরে পথ চিরে,
নীড় হারা পাখী বুক পেতে দেয়
কোথা হতে কোন পারে।
বন্ধন তার কোন দিকে নাই—
চলিয়াছে মুক্ত ডানায়,
"দূর হ'তে দূরে মেতেছে পথের প্রেমে"
কোন অজানায়।

[ ৪৬ ]

বসন্তের আগমনি গান

অফুরান—

গেয়ে যায়, থেকে যায় সুর

ভেসে বেড়ায় দূর হতে দূর।

বনের প্রাঙ্গনে প্রাঙ্গনে

মধুর গুঞ্জনে ;

মৌমাছি ঘুরে বেড়ায় এ ফুলে

ও ফুলে,

কল হাস্য তুলে—

দিয়ে যায় দোল ;

চারিদিকে ওঠে কল্লোল।

বাতাস আলিপনা দেয়—

ফোটা ফুল ঝরে পড়ে

ধরণীর পরে ;

সাজায়ে দেয়—
　　বরণ ডালা ;
　　চারিদিকে
　　একে একে
সুরু হয় শুষ্ক পাতার খেলা।

[ ৪৭ ]

আজ পাতা-ঝরা তপোবনে
পুরাতনের হয়ে যাক শেষ
করি শেষ বেশ ;
চারিদিকে ধ্বনিয়া উঠিছে—
শুধু বিদায়ের বাণী
কোরে কাণাকাণি !
মলয় বাজায়ে যায় বাঁশরী
শাখে শাখে কোকিল ওঠে কুহরি ;
সেই এক সুরে
দূর হতে দূরে,
বাজিতেছে অন্তহীন রবে—
তোমায় যেতেই হবে।
তুমি যদি নাহি যেতে চাও
তাহারে কোথায় স্থান দিবে—
ত্বরা করি বলে দাও ;
সেত আজ আসি দ্বার প্রান্তে,
বলিতেছে হেঁকে হেঁকে

ডেকে ডেকে
ত্বরা করি চলে যাও ওগো কান্তে।
ঐ দিক দিগন্তে—
শুধু সবুজ পাতার সার,
আমার উপর দিয়েছে যে ভার
সবারে খেলার ছলে সাজাবার।

[ ৪৮ ]

বসন্ত তোর গানের সাথে

মাতলো ধরাতল,

গানের মাঝে কি গুণ আছে

মন খুলে তুই বল।

কচি পাতার সারের মাঝে

দখিণ হাওয়ায় বাঁশী বাজে,

কচি আমের তাজা ঘ্রাণে

হারানো গীতের আভাষ আনে,

মন খুলে তুই বল

মাতলো ধরাতল।

ধরণীর নগ্ন বাসনারে

রঙিণ সাজে সাজাবারে,

ছুটে যায় ফুলের বনে

উঠলো মেতে আপন গানে,

সাজিয়ে দিয়ে বরণ-ডালা—

মাতলো ধরাতল

মন খুলে তুই বল।
যে সুরে তুই মাতিয়ে দিলি
আপন মাঝে যে সুখ পেলি,
সেই সুখ কি হবে কি তোর—
শেষ পারাণীর সম্বল,
মন খুলে তুই বল
মাতলো ধরাতল।

[ সমাপ্ত। ]